The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আদিবাসী লোকাচার - করম প্রসঙ্গ

Babita Sing Sardar
Former Student, Dept. of Bengali, Banaras Hindu University Varanasi – 221005, Uttar Pradesh.
Email I'd – babitasingsardar347@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400063

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন জনজাতির বাসভূমি ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে। পাহাড়ের প্রান্তদেশে বসবাসকারী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং আরও অনেক আদিবাসী সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হল করম পূজা। করম পরব ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পালিত হয়। করম কৃষিভিত্তিক উৎসব। যিনি শক্তি ও যৌবনের দেবতা। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই উৎসব পালন করা হয়। লায়ার (পুরোহিত) মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আদিবাসী ভূমিজ সমাজের সংস্কৃতি সকলের কাছে তুলে ধরায় আমার উদ্দেশ্য। এই মন্ত্রের মাধ্যমে নিজস্ব ভাষা ও বর্তমানে যে একক পরিবার আছে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা। করম গোঁসাইয়ের নির্দেশ অনুসারে করম ডাল উঠোনে পুঁতে ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামের অবিবাহিতা কুমারী মেয়েরা এই পূজা করে থাকে। সারারাত্রি ঢোল, মাদল, নাগরা, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমস্ত মহিলারা করম ঠাকুরের চারপাশে ধীরে বা দ্রুততার সাথে পৃথিবীকেন্দ্রিক নৃত্য করে থাকে। উপাখ্যান শেষে বোনেরা ভাইয়ের হাতে সুতো পরিয়ে করম পূজা সমাপন করে।

Keywords: *লায়ার পৌরহিত্য, করমগীত, জাওয়া পাতানো, করম গাছের পূজা, উপাখ্যান।*

ভূমিকা

নৃতত্ত্ববিদগণের তথ্য অনুসারে প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড বা আদি অস্ট্রেলীয় শ্রেণির অর্ন্তগত- মুণ্ডা, ভূমিজ, কোল, ভীল ও সাঁওতাল হল আদিবাসী। আদিবাসী শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা ও তাদের অধিকার নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতর্ক প্রচুর। সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুপ্রবেশকারী বা দখলদার জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে যারা বসবাস করত এবং এখনো করে। যাদের নিজস্ব আলাদা সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে, যারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, ধ্যান, চিত্তসংযোগ, যোগ্য, অহিংসা, সরলতা, অপরের নিন্দা না করা, লোভ না করা, জীবে দয়া, কু-কর্মে লজ্জা, ধীরভাব, তেজ, ক্ষমা, একাগ্রতা, নিজস্ব আলাদা

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

সামষ্টিক সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে, তারাই আদিবাসী। বিশ্বের সব ধর্ম, সমাজের মানুষ নানান ধরনের উৎসব পালন করেন। যা আত্মীয়বন্ধন গড়ে তোলে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলার ভূমিজ, মুন্ডা, মুড়া, সর্দার, ওঁরাও, ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল এছাড়া কুর্মী, কুমার, কামার, বাউরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব। আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারী ও প্রকৃতি রক্ষক। প্রকৃতির নানা নিরাকার রূপই এঁদের আরাধ্য। কোন দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করেন না। বিভিন্ন ধরনের করম পূজা করে থাকে। যেমন জাওয়া করম, ইন্দ করম, জীতুয়া করম, বোঙা করম, জনম করম, মৃত্যু করম ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য:

1. করম গাছের উপকারিতা জানব।
2. ভাদ্রমাসে বিভিন্ন উৎপাদিত দানা শস্য সম্পর্কে জানা।
3. প্রকৃতির প্রধান বৃক্ষ শাল গাছ সম্পর্কে জানা।
4. করমের বিভিন্ন গান, ভাদরিয়া ঝুমুর বা গান জানতে পারব।
5. নিজস্ব লোকনৃত্য সম্পর্কে জানা।
6. শুক্লা একাদশীর উপকারিতা জানা।

লায়ার পৌরহিত্য:

আদিবাসী ভূমিজ সমাজে করম উৎসবে গ্রামের লায়া পৌরহিত্য করে থাকে। করম ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দুই দিন বা তিন দিন আগে লায়াকে নিমন্ত্রণ করা হয় পৌরহিত্যের জন্য। শুক্লা একাদশীর দিন ঐ বাড়িতে পোঁছে সন্ধ্যেবেলার পর এসে আসন গ্রহণ করে করম পূজা স্থলে সমস্ত ব্রতীকে পূজার থালা সজ্জিত করে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়। পূজার থালাতে বিভিন্ন বনফুল যেমন- লজ্জাবতী, হেলাদরী (ঘাস), শিউলি, টগর, বেলনদরী, কেঁওয়া, শতমূলী ইত্যাদি শালপাতার টুপাতে নিয়ে আসে। এর সাথে তুলসীপাতা, আতপ চাল, সুপারী, হরতকী, আমের পাতা (পাঁচ পাতা বিশিষ্ট), ঘি-এর প্রদীপ, হলুদ সুতো, হলুদ বস্ত্র, আতপ চালের গুঁড়ি, কাজল, সিঁদুর, তামা পয়সা, ধান, ঘট, জল, লাল গামছা ইত্যাদি। ব্রতীরা সাদা লাল পেড়ে শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরিহিত হয়ে পূজাস্থলে সারিবদ্ধভাবে নিজ নিজ পূজার ডালা বা থালা করম ঠাকুরের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে নিয়ে বসে পড়ে। লায়া সাদা ধুতি, গেঞ্জি ও গলায় গামছা পরিধান করে পূজা আরম্ভ করে। আরম্ভের সময় প্রথমে ঘটের নীচে ধান, ঘট, আম্রপল্লব, সিঁদুর, জল ও পাঁচপত্র বিশিষ্ট আমপাতা দিয়ে স্থাপন করে। স্থাপনের সময় লায়া নিজস্ব মন্ত্র ব্যবহার করে যেমন -

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

মন্ত্র	অর্থ
"জোহার জোহার সিঙ বোঙা"	অর্থাৎ সূর্যদেবতাকে নমস্কার জানানো
"জোহার জোহার 'অতে এঙা"	পৃথিবীকে নমস্কার জানানো
"জোহার জোহার করম রাজা"	করম রাজাকে নমস্কার জানানো
"জোহার জোহার ধরম রাজা"	ধরম রাজাকে নমস্কার জানানো
"আতুরেন যত বোঙা বুরুকো"	গ্রামের সমস্ত দেবতাকে নমস্কার জানানো

এরপর করম ও ধরম - এর জনশ্রুতি সমস্ত ব্রতীকে শোনানো হয়। করম সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ নিয়ে এসেছিল সেইভাবে ব্রতীরা করম ডালে বিভিন্ন সামগ্রী লায়ার বলার সাথে অর্পণ করে এবং পাতার মধ্যে দিয়ে বা বাঁশকাঠি দিয়ে বেঁধে দেয় এবং পূজা শেষ হয়।

করম পরব:

বিস্তার ক্ষেত্র : এই পরব পালন করা হয় মানভূম এলাকার পুরুলিয়া (জামবনি, বেড়াদা, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি ও অযোধ্যা), বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এমনকি ঝাড়খণ্ডের (চান্ডিল, কাঁররা, জামশেদপুর, বুন্ডু, তামাড়, রাঁচি) প্রভৃতি এলাকার অনার্য সম্প্রদায়ের জনজাতির (মূলত- ভূমিজ, মুন্ডা, সাঁওতাল গোষ্ঠী) প্রাণের উৎসব হল এই করম পূজা।

সময়কাল: এই পরব তিথি নির্ভর। জাওয়া করম প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে পালন করা হয়। এই দিন করম গোঁসায়ের নির্দেশ মতো করম ডাল উঠোনে পুঁতে করম ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রস্তুতি এক সপ্তাহ আগে থেকে।

'ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে পার্শ্ব একাদশী লো।
করম ঠাকুর পুজি ভাই-বোন মিলি লো॥'

করম ব্রত পালনের রীতি:

জাওয়া পাতা: উপাখ্যানে উল্লিখিত করম ও ধরম এই দুই ভাই করম ঠাকুরের পূজা শুরু করেছিল প্রথম। এরা যুবক তাই বাড়ির যুবতী মেয়েরা এই পূজা করে থাকে। যুবতী মেয়েরা (যাদের ঋতুস্রাব হয়নি বা যারা কিশোরী থেকে যৌবনে পা দিচ্ছে) করম পূজার দিনে করম ডালে হাত দিয়ে বলে যে- 'আপন করম ভাই-এর ধরম।'

মূলত গ্রামের অবিবাহিতা কুমারী মেয়েরা এই 'করম' ঠাকুরের উপাসক। শুক্লা একাদশীর সাতদিন আগে বা পাঁচদিন আগে কুমারী মেয়েরা একসঙ্গে বাঁশের বোনা টুপা, ডালা, বড়ো ডালা (মাহালি ডালা) এবং বিভিন্ন ধরনের শস্য এগারো বা নয়টি। যেমন- বুট, ভুট্টা, কুথি (কুতলি), বিরি (বিউলি), গুঁজা, অড়হর (রাহেড়), মুগ, মুসুর, বাটলা, রমা (বরবটি), সরিষা নিয়ে জড়ো হয় এবং পার্শ্ববর্তী কোনো নদী, খাল বা পুকুরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ভিজে কাপড়ে নিজের নিজের টুপায় নদীর বালি ভর্তি করে, কখনো আবার শাল গাছের নীচের বালি ভর্তি করে এবং সেই বালি ভর্তি টুপাতে এগারো বা নয় ধরনের শস্যকে বুনে দেয় এবং এই টুপার মাঝখানে একটি শাল কাঠি ও কাঁচা হলুদের বাটা দেয়। তারপর টুপাকে কেন্দ্র করে গীত গাইতে থাকে –

'শালতলের বালি আনে জাওয়া ওঠাবো লো।
এমন জাওয়া পঙড়া নিল শাল পঙড়ার পারা লো॥'

শব্দার্থ ১) আনে- নিয়ে এসে, ২) জাওয়া- বিভিন্ন অঙ্কুরিত শস্য ভর্তি বাঁশের বোনা ডালা, ৩) পঙড়া- অঙ্কুরিত শস্য।

এরপর বাঁ হাতে করে জাওয়া ডালা এনে আগ দুয়ারে গোবর জল দিয়ে ছড়িয়ে রাখা স্থানে রেখে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পরিক্রমা করে গীত গাইতে থাকে –

"বৃহস্পতি রসস্থম গন্ধ মনোহর গো
ধূপ পাইয়ে জাওয়া দেবী সর্বতুষ্ট হন গো।"

শব্দার্থ ১) বৃহস্পতি- শালগাছ, ২) রসস্থ- ধুনা/শাল গাছের নির্যাস রস।

তারপর বাড়ির ভিতরে পবিত্র স্থানে বা তুলসী মন্দিরে রেখে নিয়ম বা রীতি-নীতি পালন পর্বে প্রতিদিন সকালবেলা স্নান করে জাওয়া ডালাকে ধূপ দেখাবে। এছাড়া- ১. বাসি ভাত খাবে না, কারণ অঙ্কুরিত শস্যগুলো পচে বা নষ্ট হওয়ার ভয়। ২. গরম ভাতের মাড় (ফেন) খাবে না কারণ অঙ্কুরিত শস্যগুলো কুঁকড়ে যাবে বা পুড়ে যাবে। ৩. পুড়া বা ঝলসানো ভুট্টা খাবে না কারণ অঙ্কুরিত শস্যগুলি পুড়ে যাবে। ৪. মাটিতে পায়খানা করা যাবে না কারণ শস্যতে ভুরকা উঠবে। ৫. মাথায় চিরুনি দেওয়া যাবে না কারণ অঙ্কুরিত শস্যগুলো এলোমেলো হয়ে যাবে। এছাড়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির বাইরে পিঁড়ের ওপর রেখে রাস্তাতে ধূপ দেখিয়ে নাচের সাথে সাথে গীত গাওয়া হয়। প্রথমত বন্দনা করা হয় যেমন-

"আগে রে বন্দনা করি গাঁয়েরি গ্রাম
তারপরে বন্দনা করি দেবশূল পানি।
জষ্ঠি মাসে ষষ্ঠী পূজা, আষাঢ়েতে রথ গো
শ্রাবণে মা মনসা, ভাদরে করম গো॥
আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী গো
আঘন মাসে রাসপূর্ণিমা, পৌষে মকর গো।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

মাঘ মাসে সরস্বতী, ফাগুনে ফাগ দোল গো
চইত মাসে বাসন্তীপূজা, বৈশাখেতে শেষ গো॥"

জাওয়া পালনের গীত-

১) লালন পালন করি জাওয়ার জননী গো
বাহির ভিতর করি, করিগো যতন গো।

২) উঠো উঠো জাওয়া মনশুদ্ধ করি গো
তরী লাগে কতই না পালন গো।

৩)ও সরস্বতী মাতা গো
তবে যে বন্দনা ব্রজ নারী।
ভাদরে ঝুমুর লাগল ভারী॥
ও-মরি হায় হায় --
আখড়া বন্দনা ব্রজ নারী
ভাদরে ঝুমুর লাগল ভারী

৪) আগে ছিল হে করম অযোধ্যা নগরে।
এখন করম হইল সংসারে ॥
ও মরি হায়-হায়-
করম রাজা কাহার বেটা॥
সেটা কি, জানিল কেটা॥
আগে ছিল হে করম অযোধ্যা নগরে।
এখন করম হইল সংসারে॥'

সারা সপ্তাহ ধরে এইসব রীতি-নীতি মেনে চলার পর আসে শুক্লা-একাদশী করম পূজার দিন। এইদিন মেয়েরা সকাল থেকে উপবাস করে বন থেকে লজ্জাবতী, হেলদরী (ঘাস), শিউলি, টগর, গোলাপ, বেলানদরী, কেঁওয়া, শতমূলী এবং ভেলাপাতা ইত্যাদি শালপাতার টুপাতে নিয়ে আসে। সাথে ধানগাছও থাকে। বিকেলবেলায় মেয়েরা স্নান করতে যাওয়ার সময় কাঁচা হলুদ বাটা, সরষের তেল, দাতন কাঠি (শাল) তিনটি, কাঁকুড়পাতা (কাঁথা করবে), কাঁকুড়পাতা (স্নান করানো) বালি আনা, যেটা জাগর খালাতে নতুন প্রদীপ দিয়ে প্রজ্জ্বলন করবে। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে সাথে লায়া পুরোহিত কাটারি, আতপ চাল, দূর্বা ঘাস, সিঁদুর নিয়ে স্নান করে গ্রামের প্রান্তে করম গাছের ডাল আনতে যায়। লায়া প্রথমত গাছকে জল, পূজার সামগ্রী দিয়ে নিবেদন করে পূজা করে প্রণাম করে (ডান হাতে বাঁ হাতকে স্পর্শ করে এগিয়ে) তারপর গাছের মধ্যে উঠে একটি ডালকে কাটারি দিয়ে বিজোড় আঘাত দিয়ে কেটে ফেলে এবং নীচে থাকা কুমারী মেয়েরা তা ধরে নেয় যাতে মাটিতে না পড়ে যায়। এরপর বাঁ হাতে

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

করে সেই ডাল নিয়ে আসা হয় এবং বাড়ির বয়স্ক মহিলারা ঘরের দুয়ারে প্রথমত মাটির পাত্রে আগুন, সরিষা রেখে ঘর থেকে দুধ নিয়ে করম ডালকে ধুয়ে তারপর মাটির পাত্রটি ডিঙিয়ে বাড়ির উঠোনে তুলসী মন্দিরের কাছে কিছুটা গর্ত খুঁড়ে গর্তের মধ্যে হরিতকী, ভেলা দিয়ে করম ডালকে রেখে বিভিন্ন পূজার সামগ্রী- আতপ চাল, তামা পয়সা, লোহা, হরতকী, কাঁকুড়, ধানগাছ, ঝিঙেপাতা, চালের গুঁড়ি দিয়ে আলপনা দিয়ে পিঁড়ির উপরে রাখা হয়। (পৃথিবী যে দিক দিয়ে ঘোরে সেইভাবে আলপনা তৈরি করা হয়)। এইভাবে করম ডালকে রেখে করম ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। এরপর লায়া এই করম ঠাকুরের উপাখ্যান সকলকে শোনায়।

'যাহা রটে তাহা কিছু বটে' - জনশ্রুতি শোনা যায় আগেকার দিনে পৃথিবীতে কিছু ছিল না। শুধু তিনটি পুরী ছিল স্বর্গপুরী, মঞ্চপুরী ও পাতালপুরী। স্বর্গপুরীতে থাকত দেব-দেবী, ঠাকুর-ঠাকুরাণ এবং মঞ্চপুরীতে বা পৃথিবীতে কিছু ছিল না। এই অবস্থায় ঠাকুর-ঠাকুরাণ চিন্তা করতে লাগল যে এই মঞ্চপুরীতে বা পৃথিবীতে কি করা যায়? মনস্থির করে লুগুবুরুকে (পাহাড়) ডান হাতের আঙুলে দ্রুতগতিতে ঘুরিয়ে হয় (বাতাস) এর সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে এই হয় থেকে হরির নাম হয়। এই হরি বর্তমানে আদিবাসীদের মারাংবুরু দেবতা। পরবর্তী সময়ে ঠাকুর-ঠাকুরাণ স্বর্গপুরীর একঘেয়েমিতা কাটানোর জন্য পৃথিবীতে সূর্যরশ্মির মতো আলোর পথ দিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং থাকার পর আবার স্বর্গপুরীতে ফিরে যায়। ঠাকুর-ঠাকুরাণ মারাংবুরুকে আদেশ করে যে পৃথিবীতে কীভাবে জলের সন্ধান পাওয়া যায়। মারাংবুরু পৃথিবীতে জলের সন্ধানে কুয়ো খোঁড়া শুরু করে। কিন্তু এগারোতম স্তরের পর আর খোঁড়া গেল না কারণ খুবই শক্ত। স্বর্গ থেকে হরির ঠ্যাঙা গজমতি (হাতি) নিয়ে এসে পা দিয়ে শক্ত অংশ খুঁড়ে জল পাওয়া যায়। এরপর এই তিনপুরীর নাম পরিবর্তন হয়ে স্বর্গপুরী, জলাপুরী ও পাতালপুরী হয়। এক সময় ঠাকুর-ঠাকুরাণ জলাপুরীতে স্নান করতে করতে ঠাকুরাণের বাম শরীরের হাঁসলি হাঁড়ের ময়লা থেকে তৈরি হয় পাখিবিশেষ হাঁসালি (মেয়ে) এবং ডান শরীরের হাঁসলি হাঁড়ের ময়লা থেকে তৈরি হয় পাখির মতো হাঁস (ছেলে)। ঠাকুর-ঠাকুরাণ স্বর্গপুরীতে ফিরে যায় এবং এই দুই পাখি জলের মধ্যে থেকে বয়স বৃদ্ধির সাথে পদ্মপাতার উপরে দুইটি ডিম পাড়ে। সেই দুটি ডিম ফুটে মানুষের বাচ্চা জন্ম নেয়। ঠাকুরের আশীর্বাদে ও মারাংবুরুর সহায়তায় স্বর্গে থাকা কপিলা গাইয়ের দুধ খেয়ে মানুষের বাচ্চা বড় হয়। এদের বসবাসের পৃথিবীকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য মাটির প্রয়োজন। সেই মাটির স্তর গঠন করার জন্য এক এক রাজাকে ডাকা হলো। যেমন- প্রথম ইচাগ রাজাকে (চিংড়ি), কাটকমরাজ (কাঁকড়া), তায়াং রাজ (কুমীর), মাগাড়রাজ (সাপ) ও বোয়াল মাছ সকলেই সমুদ্র থেকে বা জলাপুরী থেকে মাটি তুলে স্তর গঠনে ব্যর্থ হয়। এরপর কেঁচো রাজাও কচ্ছপের সহায়তায় সমুদ্র থেকে মাটি উত্তোলন করে নরম মাটির স্তর গঠন হয়। এই স্তরটিকে শক্ত করার জন্য লুগুবুরুতে (পাহাড়) বসবাসকারী পাখির কোটর থেকে দূর্বা ঘাসের বীজ এনে মাটির উপর ছড়িয়ে দেয় এবং শক্ত মাটির স্তর গঠন হয় ও পৃথিবী বসবাসের যোগ্য হয়। হাঁস-হাঁসালি স্বর্গপুরীতে ঠাকুর-ঠাকুরাণের কাছে ফিরে যায় এবং পৃথিবীতে দুই মানব মারাংবুরুর সহায়তায় থেকে যায়। তারা দুইজন পরে পিলচু হাড়াম (ছেলে) ও পিলচু বুড়ি (মেয়ে) রূপে থাকে। ঠাকুরের লীলাতে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি পাঁচ ছেলে ও ছয় মেয়ের জন্ম দেয় ও পরবর্তী সময়ে বয়স বৃদ্ধির সাথে যৌবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বড় ছেলে (ধূমা) ও মেয়ে দুই সন্তানের করমু ও ধরমুর জন্ম দেয়। বাবা ধূমা মারা যায় যার ফলে দুই সন্তান পিতৃহারা হয়ে পড়ে। স্বর্গপুরীতে থাকা ঠাকুরাণ সমস্ত দেব-দেবীর কাছে আহ্বান করে যেন পৃথিবীতে আমার পূজার প্রচলন হয়। পৃথিবীতে থাকা মানুষের কষ্ট লাঘব করব। করমু ও ধরমু কাজের সন্ধানে এক ধনী ব্যক্তির ঘরে যায় এবং সেখানে গাভী দেখাশোনা করার কাজ পায় কিন্তু ধরমু ছোট থাকায় সে কাজ পায় না। করমু কাজ করে যা খাবার পেত তাই দিয়ে দুই ভাই অনেক কষ্টে বেঁচে থাকে। পরে ধরমু ছাগল দেখাশোনার কাজে যুক্ত হয়। রাত্রে ধরমুকে ঠাকুরাণ স্বপ্ন দেয় যে আমার পূজা অর্থাৎ করম ঠাকুরের পূজা করলে দারিদ্রতা বা

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কষ্ট কেটে যাবে। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ধরমু প্রতিদিন বনে ছাগলকে রেখে করমগাছের ডালের চারপাশে গীত করে নৃত্য করত। একদিন ধনী ব্যক্তি এই কাণ্ড দেখে করমুকে তার ভাইয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বলে। করমু রেগে গিয়ে ওই গাছের ডালকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যা লঙ্কা দেশের অশোক বনে গিয়ে পড়ে। এতে করমু ও ধরমুর কপাল বাম হয়। আবার সেই আগের মতো কষ্টের দিন ফিরে আসে। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধনী ব্যক্তির ধান ক্ষেত নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু এক বৃদ্ধের সহায়তায় তারা জানতে পারে যে আমাদের কপাল বাম হয়েছে এবং করম ঠাকুরকে পুজো করলেই তা ঠিক হয়ে যাবে। এরপর সেই লঙ্কার অশোক বন থেকে করম ঠাকুরকে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পথের মধ্যে আরও অন্যান্য জনের, যেমন – পুকুরের দুঃখের কাহিনি, কাঁঠালগাছের দুঃখের কথা, ডুমুর গাছের দুঃখের কথা, মাঠে বিচরণরত দুধেল গাভীর দুঃখের কাহিনি, এরপর হাতি-ঘোড়া-কুমিরের পিঠে বহন করে সমুদ্রপার হয়ে লঙ্কাপুরীর অশোক বনে গিয়ে পৌঁছায়। করম ঠাকুরকে অনুনয়-বিনয় করে বাম কাঁধে শর্তানুসারে বিভিন্ন গাছ গাছালি, পশু ও পুকুরের দুঃখ নিবারণ করে অজস্র ধন-সম্পদ নিয়ে করম ঠাকুরকে নিয়ে আসে।

কিন্তু করমু লঘু শঙ্কাজনিত কারণে করম ঠাকুর গ্রামের বাইরেই থেকে যায়। পরে করম ঠাকুরকে আবার অনুনয়-বিনয় করলেও করম ঠাকুর বলেন যে শুক্লা-একাদশীতে আমার ডাল বাড়ির উঠোনে পুঁতে পূজা করলেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। এই থেকে করম পূজার প্রচলন।

এই উপাখ্যান শেষে বোনেরা ভাইয়ের হাতে সুতো পরিয়ে পূজা সমাপন করে। এই পূজায় সারা রাত্রি ঢোল, মাদল, নাগরা, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সমস্ত মহিলারা করম ঠাকুরের চারপাশে ধীরে বা দ্রুততার সাথে পৃথিবীকেন্দ্রিক নৃত্য করে থাকে। পূর্বে উল্লিখিত বন্দনাগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। যেমন –

'কাঁখেতে কলসী নিয়ে যমুনাতে যায়।
হেলে দুলে রাধা কলসী ডুবাই।'

'করম পরবে বহিন আনা লেগা হবে রে
জিতুয়া পরবে বহিন করিব বিদায়।
কিয়া খাওয়ালি দাদা কিয়া পরাহলি রে
কিয়া দিয়ে দাদা করিবে বিদায়।
ভাত খাওয়ালি বহিন লুগুয়া পরাহলি রে
ডালা বুটে করিব বিদায়।'

শব্দার্থ - বহিন-বোন, খাওয়ালি-খাওয়ানো, লুগুয়া-কাপড়, বুট- ছোলা।

আম পাতি চিরি চিরি লেখনা লেখে।
হামি বাবা কতেক দিন কুঁত্তর?
তোহরে যে বিহা বেটি অবলা গিয়ানে।।
তরত্রিয়া মরি হারাই গেল।

ছাই ও বানি দেহ দেখাই।।
উত্তরে গরজে মেঘ পশ্চিমে বরষ জল।
ছাই ও বানি লেগল ধোয়াই।

শব্দার্থ- চিরি চিরি- দাঁড়ি দাঁড়ি, কুঁত্তর-কুমারী, গিয়ানে- বুদ্ধি, তরত্রিয়া-স্বামী।

মাছ ধরি হালা হালা
পলাশ পাতের খালা রে॥
নদীয়ে পড়িল বাণ, বেসাতির জ্বালা রে
হায় হায় নদীয়ে পড়িল বাণ, বেসাতির জ্বালা রে।

'কুলি কুলি জল বহে
ছেইল্যার হাতে ঘুগি রে।
কই ছেইল্যা কত মাছ।
শুধায় ব্যাঙ টুনি রে॥

জল করে ছল ছল
ছাঁচা কলে কে রে?
আমি বঠি বাবুর বাপ
কপাট খুলে দেরে।

আজ রাইতে বড় জল
লোকে বলে চল চল।
জাল ধুতি পলই ঠ্যাঁগা ধরলি
অতি বেগে ঘর ঘুরে আলি।

কুত্থি ফুলে মালা গাঁথিয়া হালা হালা
ও রাজোবালা সাজাব করম ডালা।

সকালবেলা হলুদ জল দিয়ে করম ডালকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় এবং স্নান করার পর যারা ব্রতী তারা পুকুরের ঘাটে বা নদীতে ঝিঙা পাতাতে হলুদ, তেল ও তিন টুকরো দাঁতন দেয় এবং আসার সময় একটি ধানগাছি নিয়ে তুলসী মঞ্চে লাগিয়ে দেয়।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

উপসংহার: করম পরব কৃষিভিত্তিক উৎসব। মানভূম বা পুরুলিয়াতে- 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'- তার মধ্যে করম পূজা অন্যতম। করম পরবের গানগুলির মাধ্যমে পারিবারিক বিভিন্ন চিত্র ধরা পড়েছে। আমার গবেষণাধর্মী লেখনির মাধ্যমে আদিবাসী ভূমিজ সমাজের যুবশক্তির ও যৌবন শক্তির রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

তথ্যদাতা:

1. রোহিন সিং মুড়া (৪০) বাঘমুন্ডি(অযোধ্যা), পুরুলিয়া।
2. সাগর হেমব্রম (৬০) ছোলাগড়া, বলরামপুর, পুরুলিয়া।
3. চৈতন সিং মুড়া (৩৬) কোটশিলা, পুরুলিয়া- ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজের জেলা সভাপতি।

Endnotes:

1. অনিমেষকান্তি পাল, লোক সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৩৩।
2. বিনয় ঘোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, পৃষ্ঠা-৪৮, ৪৯।
3. ড. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা-২১, ৪২, ৩১১।
4. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১।

Bibliography:

- পাল, অনিমেষকান্তি, লোক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- নভেম্বর ২০১৯।
- ঘোষ, বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৬ আশ্বিন, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-০৬।
- মুড়া, চণ্ডীচরণ, লোকসংস্কৃতি সঙ্কট ও সম্ভাবনা, প্রকাশক দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/2 রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯।
- বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ- প্রথম খণ্ড, প্রকাশক শ্রীমতী রিঙ্কি বাস্কে, ১৮/১, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৪০।
- গায়েন, ড. মহীতোষ ও চক্রবর্তী সমরকান্তি ও দত্ত কৌশিক, বাংলার ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রকাশক রূপালী, সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য, সুভাষপল্লী, পোঃ খালিসানি, চন্দননগর- ৭১২১৩৮।